সংবাদ

তারিখ: 27 JAN 2012
পৃষ্ঠা … কলাম …

জাবি 'গ' ইউনিটে ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগ

● তদন্তের দাবি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের

সানাউল্লাহ মাহী, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যায়ের কলা ও মানবিক অনুষদে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে শেষ হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছামত নিয়ম তৈরির কারণে অনেক শিক্ষার্থী মেধা তালিকায় থেকেও ভর্তি হতে পারেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেকে মেধা থেকে ভর্তি হয়েও অপেক্ষাকৃত কম, মেধাবীদের তুলনায় ভালো বিভাগে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ডিনের ব্যক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য অনুষদ থেকে ভিন্ন এবং জটিল প্রক্রিয়ায় ভর্তি করানো, সম্পূর্ণ নিয়ম লঙ্ঘনসহ দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনিয়মের এসব অভিযোগ ওঠায় ওই অনুষদের ভর্তি প্রক্রিয়া তদন্তের দাবি তুলেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক প্রথম বর্ষ (২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তি পরীক্ষায় ৬টি অনুষদ ও ২টি ইনস্টিটিউটের মধ্যে ৫টি অনুষদ ও ইনস্টিটিউট ২টিতে একই নিয়মে ভর্তি করা হয়েছে। ওইসব অনুষদ ও ইনস্টিটিউটে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে দুই ভাগে শিক্ষার্থীদের ভর্তির ফলাফল প্রকাশ থেকে শুরু করে সকল প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে। কিন্তু শুধু কলা ও মানবিক অনুষদে ছেলেদের মধ্যে বিজ্ঞান, মানবিক ও অন্যান্য এবং মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান, মানবিক ও অন্যান্য– এই ৬ ভাগে ভাগ করা হয়। এতে আবার 'অন্যান্য' অংশের মধ্যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সব অনুষদ ও ইনস্টিটিউট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম এই ভর্তি প্রক্রিয়ার কারণে মেধা তালিকার খুব কাছাকাছি থাকার পরও অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভর্তি বঞ্চিত এমন কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষায় প্রকাশিত ফলাফলে যাদের নাম ছিল, মৌখিক পরীক্ষার পর প্রকাশিত

ভর্তির : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ভর্তির : অনিয়মের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ফলাফলে অনেক শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর আসেনি। এক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার পর অর্ধেক শিক্ষার্থীকে ছাঁটাই করা হয় বলে ডিন অফিস সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি হওয়ার পর তাদের বিভাগ পরিবর্তন করার সুযোগ না দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সিরিয়ালে (অপেক্ষমাণ তালিকা) থাকা শিক্ষার্থীদের ভালো বিভাগে (সাবজেক্ট) ভর্তি করা হয়েছে। ডিনের নিজস্ব নিয়মের কারণে ওইসব শিক্ষার্থী ভালো বিভাগে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে ভর্তি কমিটির একটি সূত্র জানিয়েছে। ওই অনুষদে বিভিন্ন ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে মেধা তালিকা ও অপেক্ষমাণ তালিকায় সিরিয়াল নম্বর প্রকাশ করা হয়নি। এ বিষয়ে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুল আলম সেলিম বলেন, 'মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকার ক্রমিক নং প্রকাশ করা না হলে অনিয়মের সুযোগ থেকে যায়। প্রশাসনের উচিত এর একটি সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া অথবা তদন্ত করা।'

সবশেষ গত ২৪ জানুয়ারি অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওইদিন প্রার্থীকে একটি আবেদনপত্র পূরণ করে বেলা ১২টায় ডিন অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু কলা ও মানবিক অনুষদে একাধিক শিক্ষার্থী সময়মত উপস্থিত না থাকার পরও উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের নাম ও রোল নং সংযুক্ত করে বেলা ২টায় একটি ফলাফলের তালিকা প্রকাশ করা হয়। পরে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে সন্ধ্যা ৬টায় ভর্তি ফরম দেয়া হয়– বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। প্রার্থী নিজে উপস্থিত না থাকার পরও কিভাবে তার আবেদনপত্র পূরণ হলো এবং সন্ধ্যা ৬টায় কোন নিয়মে ভর্তি ফরম দেয়া হলো– এ বিষয়ে জানতে চাইলে ওই অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. অসীতবরণ পাল বলেন, 'এখানে কোন অনিয়ম করা হয়নি। যে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে ওটাই চূড়ান্ত। এখন আর কোন অভিযোগ নেয়া হবে না।' এদিকে কলা ও মানবিক অনুষদের ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় ওই অনুষদের ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. শরীফ উদ্দীন। তিনি বলেন, 'ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হওয়াটা খুবই আপত্তিকর। যেহেতু অনিয়মের অভিযোগ উঠছে সে কারণে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার জন্য তদন্ত হওয়া জরুরি।'

অন্যদিকে তথ্য অধিকার বলে ওই অনুষদের ভর্তি প্রক্রিয়ার যাবতীয় তথ্য চেয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিত আবেদন করবে বলে জানা গেছে।